বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩২/ডিসেম্বর ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43ii.003

চাঁদপুর জেলার উপভাষা : ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

তসলিমা খাতুন*

সারসংক্ষেপ

উপভাষাতত্ত্ব হলো ভাষাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রতিষ্ঠিত শাখা। একটি ভাষার পূর্ণতা ও বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ রচনার ভিত্তি সুদৃঢ় করতে উপভাষাতত্ত্বের প্রায়োগিক বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরি। এই প্রেক্ষিতে বাংলা ভাষার বৈচিত্র্যময় উপভাষার সঠিক ও যথাযথ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অপরিহার্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা উপভাষার গবেষণা আজও পর্যাপ্ত নয়। অথচ অঞ্চলভেদে মানুষের মুখের ভাষা বা কথ্য ভাষায় পার্থক্য বিদ্যমান। প্রতিটি অঞ্চলের ভাষারই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে; রয়েছে ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, বাক্যতাত্ত্বিক ও অর্থতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য। বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত চাঁদপুরের উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ, বিশ্লেষণ ও প্রমিত বাংলার সাথে সম্পর্ক-স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়। এ প্রেক্ষিতে বিষয়বস্তু হিসেবে জেলাটির কথ্যভাষার মৌলিক স্বরধ্বনির অবস্থান, দ্বি-স্বরধ্বনি, সহধ্বনি, স্বরসঙ্গতি, স্বরাগম, স্বরধ্বনিলোপ, অপিনিহিতি, ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থান, অল্পপ্রাণ ধ্বনি প্রভৃতি এই আলোচনায় স্থান পেয়েছে। এক্ষেত্রে জেলাটিতে বসবাসকারী অশিক্ষিত-অর্ধ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কথ্য ভাষার তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ধ্বনিতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য নিরূপণ করা হয়েছে। এছাড়াও ধ্বনিতাত্ত্বিক বিভিন্ন সূত্র প্রয়োগের সাহায্যে উপভাষাটির স্বকীয়তা নিরূপণ ও প্রমিত বাংলার সাথে তুলনা উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বোপরি গবেষণাকর্মটির প্রাপ্ত ফলাফল বাংলা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার সমৃদ্ধির পাশাপাশি চাঁদপুর জেলার উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

চাবিশব্দ : বাংলা উপভাষা, চাঁদপুর জেলা, ধ্বনিতত্ত্ব, রূপমূল।

১. ভূমিকা

পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ভাষার মতো বাংলা ভাষারও বৈচিত্র্যময় উপভাষা রয়েছে। জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন *Linguistic survey of lndia*-গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে বাংলা উপভাষা শ্রেণিকরণের যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন তার আলোকে ভাষাবিজ্ঞানীরা উপভাষার বিভাজন করেছেন। তবে বাংলা উপভাষার এই শ্রেণিকরণ সম্পর্কে পূর্ববর্তী মনীষীদের গবেষণা যথেষ্ট নয় বলে অভিমত রয়েছে। এই বিষয়ে ভাষাতত্ত্ববিদ সুকুমার সেন বলেন, 'তন্ন-তন্ন করিয়া বাঙ্গালা উপভাষার ভৌগোলিক জরিপ (Dialect Geography) এখনও প্রস্তুত হয় নাই।'[১] বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ সুকুমার সেনের এই উক্তির আলোকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলা উপভাষার গবেষণা পরিকল্পিত ও পূর্ণাঙ্গ নয়। তাই বাংলা উপভাষার পর্যাপ্ত, সুপরিকল্পিত ও পরিপূর্ণ গবেষণা অত্যন্ত জরুরি। এই প্রেক্ষিতে, আলোচ্য প্রবন্ধে চাঁদপুর জেলার উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য নিরূপণের প্রয়াস রয়েছে। চাঁদপুর জেলাটি

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা।

চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত একটি কৃষিপ্রধান অঞ্চল। জেলাটির উত্তরে রয়েছে মুন্সিগঞ্জ ও কুমিল্লা জেলা, দক্ষিণে নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও বরিশাল জেলা, পূর্বে কুমিল্লা ও পশ্চিমে শরিয়তপুর ও মুন্সিগঞ্জ ছাড়াও মেঘনা নদীর অবস্থান। পদ্মা, মেঘনা ও ডাকাতিয়ার মিলনস্থলে অবস্থিত নদী বিধৌত এই জেলাটির অধিকাংশ জনগণ কৃষি ও মৎস্যপেশা নির্ভর। 'নদী যেমন তাদের জীবন কেড়ে নেয়, ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে একাকার করে। আবার এই নদীতেই তারা জীবিকার সন্ধানে নামে।'[২] যদিও জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে তারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করছে। তবে ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ জেলাগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করায় এখানকার জনগণকে বিভিন্ন জায়গার মানুষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। সেক্ষেত্রে জেলাটির ভাষাতাত্ত্বিক অবস্থান নির্ণয় জরুরি। পূর্ববর্তী গবেষকবৃন্দ চাঁদপুর জেলাকে কোনো উপভাষার পর্যায়ভুক্ত করেননি। তবে বৃহত্তর চট্টগ্রাম বিভাগকে আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ 'দক্ষিণাঞ্চলীয়'[৩] উপভাষার শ্রেণিভুক্ত করেছেন। গবেষণায় দেখা যায়, চাঁদপুর জেলার উপভাষায় গঠনকৌশল, প্রয়োগকাঠামো ও ভাষাতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। এই প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই জেলাটির ভাষাতাত্ত্বিক বিশেষত্ব নিরূপণ অপরিহার্য। কেননা উপভাষার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয় এবং নিজস্ব শব্দভাণ্ডার। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে তাই চাঁদপুর জেলার উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য, মৌলিকত্ব বা বিশেষত্ব নিরূপিত হয়েছে।

১.১. গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণাটি চাঁদপুর জেলার অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কথ্যভাষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রধানত ক্ষেত্র গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। এছাড়াও ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন গ্রন্থ, উপভাষা বিষয়ক গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, আঞ্চলিক ভাষার অভিধানসহ বিভিন্ন অভিধান ব্যবহার করে পাঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সর্বোপরি, প্রমিত বাংলাসহ অপরাপর উপভাষার সাথে চাঁদপুরের উপভাষার তুলনার ক্ষেত্রে গবেষণাকর্মটিতে তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ রয়েছে।

২. ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

'চাঁদপুর জেলার উপভাষা'র ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ধ্বনিতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য নিরূপণ অপরিহার্য। উপভাষাটিতে প্রাপ্ত ধ্বনিগুলো চলিত শিষ্ট বাংলা ধ্বনির অনুরূপ হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োগভেদে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে পার্থক্য বিদ্যমান। নিম্নে এ জেলার ধ্বনিগুলোর স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকত্বের বিভিন্ন দিক পর্যালোচিত হয়েছে।

২.১.১. স্বরধ্বনির অবস্থান : বাংলা স্বরধ্বনির অবস্থান কখনো রূপমূলের আদিতে, কখনো মধ্যবর্তী স্থানে আবার কখনো অন্ত্যে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। 'চাঁদপুর জেলার উপভাষা'য় ব্যবহৃত স্বরধ্বনিমূলসমূহ প্রমিত কথ্য বাংলা স্বরধ্বনিমূলের অনুরূপ। যথা :

মূলধ্বনি	রূপমূলের আদি	রূপমূলের মধ্য	রূপমূলের অন্ত্য
/ই/(i)	ইছা (চিংড়ি) [ic^{h}a]	বদুইল্যা(জমিতে কাজ করা শ্রমিক) [bɔduilæ] নাইন্ট্যা (গরুর পানি খাবার পাত্র) [naintæ] আইজ (আজ) [aij]	তেলাই (তেল) [telai] বিলাই (বিড়াল) [bilai] মিডাই (গুড়) [midai] আঁই [a:i](আমি)
/এ/(e)	এন্নে (এভাবে) [enne] এডা (এটা) [eda]	আইয়েন (আসেন) [aiyen] দিয়েন (দিবেন) [diyen]	আন্নে (আপনি) [anne] ফাইছে (পেয়েছে) [p^{h}aic^{h}e]
/এ্যা/(æ)	এ্যালা (এখানে) [æla]	ট্যাহা (টাকা) [tæha] হ্যাদাব্যাড়া (টিনের প্রাচীর) [hædabæra]	কাইজ্যা (ঝগড়া) [kaijæ] জাইন্যা (জেনে) [jainæ]
/আ/(a)	আইল (এল) [ail] আইস্যা (হাসি) [aisæ]	কড়াইয়া (কড়াই) [kɔraiya] দুয়ার (দরজা) [duyar]	বান্দা (বাঁধা) [banda] দআ (দোয়া) [dɔ:a]
/অ/(ɔ)	অলদা (হলুদ) [ɔlda] অইছিল (হয়েছিল) [ɔic^{h}il] অন [ɔn](এখন)	কায়চে (খেয়েছে) kayc^{h}e] পয়লা (প্রথম) [pɔyla]	হান্দায় (ভেতরে যায়) [handay] হাতার (সাঁতার) [hatar]
/উ/(u)	উন (উপরে) [un]	বউন (বসুন) [bɔun] লউর (দৌড়) [lɔaur]	নুয়াবউ (নতুন বউ) [nuyabɔu]
/ও/(o)	ওরু (এতোটুকু) [oru]	হুক্কু (ফুফু) [hukku] হোলা (ছেলে) [hola]	নাও (নৌকা) [nao]

ছক- ২: স্বরধ্বনির অবস্থান

প্রমিত কথ্য বাংলার ন্যায় 'চাঁদপুর জেলার উপভাষা'য় রূপমূলের আদি, মধ্য ও অন্ত্য সকলক্ষেত্রেই স্বরধ্বনিমূলসমূহের অবস্থান লক্ষ করা যায়।

২.১.২. দ্বিস্বরধ্বনি (Dipthongs)

'দুটি স্বরধ্বনি মিলে এক অক্ষর (syllable) তৈরি করলেই তা Diphthong তথা যৌগিক বা দ্বিস্বরধ্বনি হিসেবে পরিগণিত হয়'।[৪] তবে, পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি নিঃশ্বাসের একই প্রয়াসে উচ্চারিত না হলে তা দ্বিস্বরধ্বনি হিসেবে পরিগণিত হয় না। মুহম্মদ আব্দুল হাই[৫] প্রমিত কথ্য বাংলায় উনিশটি নিয়মিত ও বারোটি অনিয়মিত দ্বিস্বরধ্বনির কথা বলেছেন। এখানে চাঁদপুরের উপভাষায় ব্যবহৃত অনিয়মিত দ্বিস্বর ধ্বনি দেখানো হল–

১. ই-ই (i-i)→লিইয়ি [liiyi] (নিয়ে), যাইয়ি[jaiyi] (যেয়ে)
২. ই-উ (i-u) →শিউলি [ʃiuli]
৩. এ-ই(e-i)→এইডা [eida] (এটা), হেই[hei] (সেই)
৪. এ-ও (e-o)→ দেয়ো [deyo] (দাও)
৫. এ-উ (e-u)→ ঢেউঞ্চি [d^heunɳc] (বাঁশের ডাল)
৬. এ্যা-ও (æ-o)→দ্যাওয়া[dæoya] (মেঘ)
৭. এ্যা- অ (æ-ɔ)→ল্যায়য়া [læyya](নেয়া)
৮. আ-ই (a-i)→ আইছ্যা[aic^{h}æ] (আচ্ছা), আইত[ait] (রাত)
৯. আ-ও (a-o)→জাওরে[jaore] (যাওয়া), নাও[nao] (নৌকা)
১০. আ-অ (a-ɔ)→ময়দান[mydan] (কোল), জায়গোত[jaigot] (জায়গা)
১১. আ-উ (a-u) বাউনি[bauni] (ধান রাখার ঝুড়ি)
১২. অ-ও (ɔ-o)→কয়োই[kɔyoi] (করো), অয়ো[ɔyo] (হলো)
১৩. অ-অ (ɔ-ɔ)→অয়[ɔy] (হয়)
১৪. ও-ও (o-o)→ গোওয়ালু[gooyalu] (গোয়ালা)
১৫. ও-উ (o-u)→আওয়ুজ [aoyuj](আওয়াজ)
১৬. ও-ই (o-i)→ ওইছে[oic^{h}e] (হয়েছে)
১৭. ও-আ (o-a)→যাওয়ার [jaoyar](যাবার), ওয়া (এক)
১৮. উ-ই(u-i)→উইততোর[uittor] (উত্তর)
১৯. উ-উ(u-u)→লুউর [luur](দৌড়). মুউ[muu] (তরকারির ঝোল)

'চাঁদপুর জেলার উপভাষা'য় নিয়মিত দ্বি-স্বরধ্বনির পাশাপাশি অনিয়মিত দ্বি-স্বরধ্বনির ব্যবহারও লক্ষণীয়। যথা :

১. ই-আ (i-a)→ বিয়া [biya](বিয়ে)

২. ই-এ (i-e)→গিয়ে [giye](যাওয়া)
৩. ই-ও (i-o)→দিওনা[diona] (না দেওয়া)
৪. এ-আ(e-a)→দেয়া[deya] (গরুছানা)
৫. এ-ও (e-o)→ দেওনি [deoni](দেবে নাকি)
৬. এ্যা-আ (æ-a)→ম্যায়াপিডা[mæyapida](ম্যারাপিঠা)
৮. ও-আ (o-a)→ দোয়ার [doyar](দরজা)
৯. ও-অ (o-ɔ)→ লোয়[loy] (নেয়)
১০. উ-এ(u-e)→পুয়ে[puye] (পরিপূর্ণ)
১১. উ-আ(u-a)→জুয়াল[juyal] (জোয়াল)
১২. উ-ও (u-o)→জাগুর[jagur] (মাগুর মাছ)

এই সকল নিয়মিত ও অনিয়মিত দ্বি-স্বরধ্বনি ছাড়াও আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ[৬] প্রমিত কথ্য বাংলায় যেসকল দ্বিস্বরধ্বনির প্রয়োগ দেখিয়েছেন, সেগুলো 'চাঁদপুরের উপভাষা'য় লক্ষণীয়। যথা :

১. ই-এ্যা (i-æ)→ থাইল্যা [t^hailæ] (ডাল)
২. উ-এ্যা (u-æ)→ পলুয়্যা [pɔluyæ] (পোলাও)

এছাড়াও চাঁদপুর জেলার উপভাষায় প্রাপ্ত দ্বিস্বরধ্বনিগুলোর স্বাতন্ত্র্য নিরূপণ করতে গিয়ে স্বতন্ত্র কিছু দ্বিস্বরধ্বনির সন্ধান পাওয়া যায়; যেগুলোকে জেলাটির নিজস্ব দ্বিস্বরধ্বনি বলা হয়। নিম্নে জেলাটির নিজস্ব দ্বিস্বরধ্বনিগুলো উদাহরণসহ দেখানো হলো :

১. ই-আ (i-a)→ বেলিয়া [beliya] (বেলায়)
[আঁই রুটি বেলিয়া খইতে আইচ] (ai ruti beliya k^hoite aic) (আমি রুটি বেলে খেতে আসছি)
২. আ-আ (a-a)→ ঘাটলায়া [g^hatlaya](ঘাটে)
[আঁই হুইর ঘাটলায়া যাইতেয়াছি] (ai huir g^hatlaya jaiteyac^{h}i) (আমি পুকুর ঘাটে যাচ্ছি)
৩. অ-ই (ɔ-i)→অইতে[ɔite] (হতে)
[চাইল অইতে বাত অয়] (cail ɔite bat ɔy) (চাল থেকে ভাত হয়)

চাঁদপুর জেলায় ব্যবহৃত দ্বিস্বরধ্বনিগুলো প্রমিত কথ্য বাংলা দ্বিস্বরধ্বনি থেকে পৃথক। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'গৌড়ীয় উপভাষা'র[৭] কিছু অঞ্চল ও 'ঢাকাই উপভাষা'র[৮] সাথে কিছুটা সাদৃশ্য এই উপভাষায় পরিলক্ষিত হয়।

২.১.৩. সহধ্বনিমূল (Allophone):

বাংলা ভাষায় মূলধ্বনির উচ্চারণগত বৈচিত্র্যের প্রতিরূপ হলো সহধ্বনি। 'সহধ্বনি (Allophone) হলো স্বনিম বা মূলধ্বনির বিভিন্ন উচ্চারণগত বৈচিত্র্য, অন্য কথায়– Positional variant of Phoneme'।[৯] নিম্নে চাঁদপুর জেলার উপভাষার সাতটি স্বরধ্বনিমূলের সহ-ধ্বনি দেখানো হলো :

ই	/i/- উচ্চ-সম্মুখ সংবৃত স্বরধ্বনি	[গড়ই] [gɔroi]→ [টাকি মাছ]
		[গিয়ি] [giyi]→ [গুই সাপ]
এ	/e/ উচ্চ-মধ্য সম্মুখ অর্ধ-সংবৃত	[এগ্গা][egga]→ [একটা]
		[বেচা][beca]→ [বিক্রি করা]
এ্যা	/æ/- নিম্ন-মধ্য সম্মুখ অর্ধ-বিবৃত	[এ্যাক্কালে][ækkale]→ [এক সময়]
		[ধইল্যা][d^hoilæ]→ [এক প্রকার পিঠা]
আ	/a/- ধ্বনিটি নিম্ন-মধ্য বিবৃত	[আবাল][abal]→ [ষাঁড়]
		[হাচা][haca]→ [সত্য]
অ	/ɔ/- নিম্ন-মধ্য পশ্চাৎ অর্ধ-বিবৃত	[অইনো][ɔino]→ [হয়নি]
		[কতা][kɔta]→ [কথা]
ও	/o/- উচ্চ-মধ্য অর্ধ-সংবৃত পশ্চাৎ	[ওজ্জু][ojju]→ [ওজু]
		[আওগ্গ][aoggo]→ [আমাদের]
উ	/u/- উচ্চ-পশ্চাৎ সংবৃত	[উননিশ][unnis]→ [উনিশ]
		[লউর][lɔlur]→ [দৌড়]

উপাত্ত বিশ্লেষণ

'চাঁদপুর জেলার উপভাষা'য় সহধ্বনি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, রূপমূলের দুটি ক্ষেত্রেই এগুলোর কমবেশি প্রয়োগ হয়ে থাকে। তবে রূপমূলগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে অধিকাংশই চলিত শিষ্ট বাংলার অনুরূপ অর্থ বহন করলেও উচ্চারণ ও বানানের ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত। এক্ষেত্রে কখনো কখনো দেখা গেছে, ব্যঞ্জনধ্বনি স্বরধ্বনিতে পরিণত হচ্ছে, আবার কখনো কখনো স্বরধ্বনি অর্থ ঠিক রেখে ব্যঞ্জনধ্বনিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো চাঁদপুর জেলার উপভাষাকে স্বতন্ত্র ঔপভাষিক মর্যাদা দিয়েছে।

২.১.৪. স্বরসঙ্গতি (Vowel Harmony):

চাঁদপুরের উপভাষায় রূপমূলের তিনটি স্থানে মৌলিক স্বরধ্বনিগুলোর পরিবর্তন হয়ে থাকে। যথা:

২.১.৪.১. রূপমূলের আদিতে
২.১.৪.২. রূপমূলের মাঝে
২.১.৪.৩. রূপমূলের শেষে

২.১.৪.১. আদ্যস্বরের পরিবর্তন: নিম্নরূপে এ উপভাষায় আদ্যস্বরের পরিবর্তন ঘটে থাকে। যথা :

ক. উচ্চ-সংবৃত সম্মুখ /ই/(i) :

চলিত শিষ্ট বাংলায় আদিস্বর উচ্চ-সংবৃত সম্মুখ /ই/(i) ধ্বনি হলে চাঁদপুরের উপভাষায় তা পরিবর্তিত হয়ে নিম্ন-বিবৃত মধ্য /আ/(a) রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
ইশারা[isara]	আশারা[asara]	ই →আ(i-a)

খ. উচ্চ-মধ্য অর্ধ-সংবৃত সম্মুখ /এ/(e):

খ.১. চলিত শিষ্ট বাংলায় আদিস্বর উচ্চ-মধ্য অর্ধ-সংবৃত সম্মুখ /এ/(e) ধ্বনি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এ উপভাষায় উচ্চ-সংবৃত সম্মুখ /ই/(i) রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
এটা[eta]	ইটা[i:ta]	এ →ই(e-i)

খ.২. চলিত শিষ্ট বাংলায় আদিস্বর উচ্চ-মধ্য অর্ধ-সংবৃত সম্মুখ /এ/(e) ধ্বনি অনেক ক্ষেত্রে চাঁদপুরের উপভাষায় নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত সম্মুখ /এ্যা/(æ) রূপে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। যথা:

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
এরা[era]	এ্যাতারা[ætara]	এ → এ্যা(e-æ)

খ.৩. চলিত শিষ্ট বাংলায় আদিস্বর উচ্চ-মধ্য অর্ধ-সংবৃত সম্মুখ /এ/(e) ধ্বনি কখনো কখনো উপভাষটিতে পরিবর্তিত হয়ে নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /অ/(ɔ) রূপে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। যথা:

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
এখন[ek^{h}ɔn]	অহন[ɔhɔn]	এ →অ(e-ɔ)

খ.৪. চলিত শিষ্ট বাংলায় আদিস্বর উচ্চ-মধ্য অর্ধ-সংবৃত সম্মুখ /এ/(e) ধ্বনি অনেক ক্ষেত্রে চাঁদপুরের উপভাষায় নিম্ন-বিবৃত মধ্য /আ/(a) রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
এসেছিলে[esec^{h}ile]	আসছিলা[asc^{h}ila]	এ →আ(e-a)

গ. উচ্চ-সংবৃত পশ্চাৎ /উ/(u):

চলিত শিষ্ট বাংলায় উচ্চ-সংবৃত পশ্চাৎ /উ/(u) ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে চাঁদপুরের উপভাষায় উচ্চ-মধ্য অর্ধ-সংবৃত পশ্চাৎ /ও/(o) রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
উকুন[ukun]	ওয়ুন[oyun]	উ → ও(u-o)

২.১.৪.২. মধ্যস্বরের পরিবর্তন : চাঁদপুরের উপভাষায় নিম্নরূপে মধ্যস্বরের পরিবর্তন ঘটে থাকে। যথা:

ক. নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /অ/(ɔ) স্বরধ্বনি :

ক.১. চলিত শিষ্ট বাংলায় মধ্যস্বর নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /অ/(ɔ) ধ্বনি হলে অনেক সময় পরিবর্তিত হয়ে চাঁদপুরের উপভাষায় উচ্চ-সংবৃত পশ্চাৎ /উ/(u) রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
কপাল[kɔpal]	কুপাল [kup^{h}al]	অ → উ(ɔ-u)
দরজা[drɔja]	দুয়ার [duyar]	

ক.২. চলিত শিষ্ট বাংলায় মধ্যস্বর নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /অ/(ɔ) ধ্বনি অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়ে এ উপভাষায় উচ্চ-মধ্য অর্ধ-সংবৃত পশ্চাৎ /ও/(o) রূপে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
দেবর [debɔr]	দেওর [deor]	অ → ও(ɔ-o)

ক.৩. চলিত শিষ্ট বাংলায় মধ্যস্বর নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /অ/(ɔ) ধ্বনি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এ উপভাষায় পরিবর্তিত রূপে নিম্ন-বিবৃত মধ্য /আ/(a) রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা:

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
বর্ষা[bɔrsa]	বারসা[barsa]	অ → আ(ɔ-a)

ক.৪. চলিত শিষ্ট বাংলায় মধ্যস্বর নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /অ/(ɔ) ধ্বনি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এ উপভাষায় উচ্চ-সংবৃত সম্মুখ /ই/(i) রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা:

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
করবেন[kɔrben]	কইরেন[kiren]	অ → ই(ɔ-i)
চামচ[camɔc]	চামিচ[camic]	

খ. উচ্চ-সংবৃত পশ্চাৎ /উ/(u):

খ.১. চলিত শিষ্ট বাংলায় মধ্যস্বর উচ্চ-সংবৃত পশ্চাৎ /উ/(u) কোনো-কোনো ক্ষেত্রে চাঁদপুরের উপভাষায় নিম্ন-বিবৃত মধ্য /আ/(a) ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
হাতুড়ী[haturi:]	হামার[hamar]	উ → আ(u-a)

খ.২. চলিত শিষ্ট বাংলায় মধ্যস্বর উচ্চ-সংবৃত পশ্চাৎ /উ/(u) স্বরধ্বনি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এ উপভাষায় নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /অ/(ɔ) রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা:

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র

হলুদ [hɔlud]	অলুদ [ɔlud]	উ → অ (u-a)

খ.৩. চলিত শিষ্ট বাংলায় মধ্যস্বর উচ্চ-সংবৃত পশ্চাৎ /উ/(u) থাকলে অনেক ক্ষেত্রেই চাঁদপুরের উপভাষায় উচ্চ-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /ও/(o) রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
সুন্দর [sundor]	সোন্দর [sondor]	উ → ও (u-o)

গ. উচ্চ-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /ও/(o) :

গ.১. চলিত শিষ্ট বাংলায় মধ্যস্বর উচ্চ-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /ও/(o) থাকলে তা পরিবর্তিত হয়ে চাঁদপুরের উপভাষায় নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /অ/(ɔ) ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
কোথায় [kot^{h}ay]	কন [kɔn]	ও → অ (o-ɔ)

গ.২. চলিত শিষ্ট বাংলায় মধ্যস্বর উচ্চ-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /ও/(o) থাকলে তা পরিবর্তিত হয়ে চাঁদপুরের উপভাষায় উচ্চ-সংবৃত পশ্চাৎ /উ/(u) রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
ধোঁয়া[d^{h}uya]	ধুমা[d^{h}uma]	ও → উ(o-u)

ঘ. উচ্চ-মধ্য অর্ধ-সংবৃত সম্মুখ /এ/(e):

ঘ.১. চলিত শিষ্ট বাংলায় উচ্চ-মধ্য অর্ধ-সংবৃত সম্মুখ /এ/(e) ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে চাঁদপুরের উপভাষায় নিম্ন-বিবৃত মধ্য /আ/(a) রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
টমেটো [tɔmeto]	টমাটো [tɔmato]	এ → আ (e-a)
জিজ্ঞেস [jigges]	জিগাই [jigai]	

ঘ.২. চলিত শিষ্ট বাংলায় মধ্যস্বর উচ্চ-মধ্য অর্ধ-সংবৃত সম্মুখ /এ/(e) ধ্বনি থাকলে পরিবর্তিত হয়ে এ উপভাষায় উচ্চ-সংবৃত সম্মুখ /ই/(i) রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
ভেঙ্গে[b^{h}enge]	ভাঙ্গি[b^{h}aingi]	এ → ই(e-i)

২.১.৪.৩. অন্ত্যস্বরের পরিবর্তন : উপভাষাটিতে নিম্নরূপে অন্ত্যস্বরের পরিবর্তন ঘটে থাকে। যথা:

ক. নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /অ/(ɔ) ধ্বনি:

ক.১. চলিত শিষ্ট বাংলায় অন্ত্যস্বর নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /অ/(ɔ) ধ্বনি থাকলে পরিবর্তিত হয়ে চাঁদপুরের উপভাষায় উচ্চ-সংবৃত সম্মুখ /ই/(i) রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা:

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
বাম [bam]	বাই [bai]	অ → ই (ɔ-i)

ক.২. চলিত শিষ্ট বাংলায় অন্ত্যস্বর নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /অ/(ɔ) ধ্বনি থাকলে পরিবর্তিত হয়ে এ উপভাষায় উচ্চ-সংবৃত পশ্চাৎ /উ/(u) রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
দিব [dibo]	দিমু [dimu]	অ → উ (ɔ-u)

ক.৩. চলিত শিষ্ট বাংলায় অন্ত্যস্বর নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /অ/(ɔ) ধ্বনি থাকলে পরিবর্তিত হয়ে এ উপভাষায় উচ্চ-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /ও/(o) রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
ভয় [vɔy]	ডরো [dɔro]	অ → ও (ɔ-o)

খ. নিম্ন-বিবৃত মধ্য /আ/:

খ.১. চলিত শিষ্ট বাংলায় অন্ত্যস্বর নিম্ন-বিবৃত মধ্য /আ/(a) ধ্বনি থাকলে অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়ে চাঁদপুরের উপভাষায় উচ্চ-সংবৃত সম্মুখ /ই/(i) রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
ডালা (ঝুড়ি) [dala]	ডালি [dali]	আ → ই(a-i)

খ.২. চলিত শিষ্ট বাংলায় অন্ত্যস্বর নিম্ন-বিবৃত মধ্য /আ/(a) ধ্বনি থাকলে অনেকক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়ে চাঁদপুরের উপভাষায় উচ্চ-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /ও/(o) রূপে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যথা:

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
হয়না [hɔyno]	অয়নো [ɔyno]	আ → ও(a-o)

গ. উচ্চ-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /ও/(o) স্বরধ্বনি :

গ.১. চলিত শিষ্ট বাংলায় অন্ত্যস্বরে উচ্চ-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /ও/(o) ধ্বনি থাকলে পরিবর্তিত হয়ে কখনো-কখনো চাঁদপুরের উপভাষায় উচ্চ-সংবৃত পশ্চাৎ /উ/(u) রূপে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যথা:

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
টমেটো [tɔmeto]	টমাটু [tɔmatu]	ও → উ(o-u)

ঘ. উচ্চ-মধ্য অর্ধ-সংবৃত সম্মুখ /এ/(e):

ঘ.১. চলিত শিষ্ট বাংলায় অন্ত্যস্বরে উচ্চ-মধ্য অর্ধ-সংবৃত সম্মুখ /এ/(e) থাকলে অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়ে এ উপভাষায় উচ্চ-সংবৃত সম্মুখ /ই/(i) রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
দিয়ে[diye]	দিই[dii]	এ → ই(e-i)

ঘ.২. চলিত শিষ্ট বাংলায় অন্ত্যস্বরে উচ্চ-মধ্য অর্ধ-সংবৃত সম্মুখ /এ/(e) থাকলে অনেক সময় পরিবর্তিত হয়ে এ উপভাষায় নিম্ন-বিবৃত মধ্য /আ/(a) রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা:

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
নিয়ে[niye]	নিয়া[niya]	এ → আ(e-a)
দিয়ে[diye]	দিয়া[diya]	

ঙ. উচ্চ-সংবৃত সম্মুখ /ই/(i):

ঙ. চলিত শিষ্ট বাংলায় উচ্চ-সংবৃত সম্মুখ /ই/(i) অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হয়ে চাঁদপুরের উপভাষায় নিম্ন-বিবৃত মধ্য /আ/(a) রূপে উচ্চারিত হতে দেখা যায়। যথা:

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
মুরগি [murg]	মুরগা [murga]	ই →আ (e-a)

উপাত্ত বিশ্লেষণ

'চাঁদপুর জেলার উপভাষা'র ধ্বনিতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য নিরূপণের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, রূপমূলের আদি, মধ্য ও অন্ত্য সকল ক্ষেত্রেই স্বরসঙ্গতির প্রভাব ঘটেছে; একটি স্বরধ্বনি অপর স্বরধ্বনিকে প্রভাবিত করেছে। এই প্রভাবে অনেকক্ষেত্রে পূর্ববর্তী স্বরটি পরিবর্তিত রূপ লাভ করেছে আবার কখনো পরবর্তী স্বরটি পরিবর্তিত হয়েছে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে উপভাষাগত বৈশিষ্ট্যের কারণেও স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটতে দেখা গেছে। যথা : চাঁদপুর জেলার উপভাষায় /এ/(e) → /অ্যা/(æ), /অ/(ɔ) আবার /উ/(u) → /ও/(o) কিংবা /অ/(ɔ) → /উ//(u) ইত্যাদি রূপে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনগুলো একটি অপরটিকে প্রভাবিত করার ফলে হয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই উপভাষায় প্রাপ্ত রূপমূলগুলোতে প্রগত, পরাগত কিংবা পারস্পরিক স্বরসঙ্গতির বৈশিষ্ট্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদ্যমান রয়েছে।

২.১.৫. স্বরাগম (Vowel Shift)

'স্বরাগম' শব্দটির অর্থ হলো স্বরধ্বনির আগাম ব্যবহার কিংবা আগে স্বরধ্বনি ব্যবহারের প্রবণতা। অন্যভাবে বলা যায়, 'স্বরাগম হলো উচ্চারণের সুবিধার্থে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে একটি অতিরিক্ত স্বরধ্বনির ব্যবহার।'[১০] ধ্বনির স্থানভেদে শব্দের আদি (initial), মধ্য (medial) ও অন্ত্য (final) সকলক্ষেত্রে এই স্বরাগম ঘটতে পারে। 'শব্দের মধ্যে যে স্থানে স্বরধ্বনিটি এসে যুক্ত হয় সেই

স্থানভেদ অনুসারে স্বরধ্বনির আগমকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– আদি স্বরাগম (vowel prothesis), মধ্য স্বরাগম (anaptyxis) ও অন্ত্য স্বরাগম (cata thesis)।'[১১] বাংলা ভাষার প্রায় প্রতিটি উপভাষায় স্বরাগমের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। যেমন: 'কুমিল্লার উপভাষা'[১২], 'বরেন্দ্রী উপভাষা'[১৩], 'দিনাজপুরের উপভাষা'[১৪] প্রভৃতি। চাঁদপুর জেলার মাঠকর্ম জরিপে দেখা গেছে, এ উপভাষাটিতে সকলক্ষেত্রে স্বরাগমের ব্যবহার রয়েছে।

ক. আদি স্বরাগম (Vowel Prothesis)

চলিত শিষ্ট বাংলা	**উপভাষার রূপমূল**
ক. ছিল[c^hilo]	আছিল[ac^hilo]
সূত্র: ছইল[c^hil]	আছইল[c^hil]
[ব্যস্বব্য]	[স্বব্যস্বব্য]
খ. স্ত্রী [stri]	ইসতিরি[istiri]
সূত্র: সতরই [stri]	ইসতইরই [istiri]
[ব্যব্যব্যস্ব]	[স্বব্যব্যস্বব্যস্ব]
গ. স্পর্ধা [spord^{h}a]	আসপদদা [aspodda]
সূত্র: সপরধআ [sprd^{h}a]	আসপদদআ [aspdda]
[ব্যব্যব্যব্যস্ব]	[স্বব্যব্যব্যব্যস্ব]

খ. মধ্য স্বরাগম (Anaptyxis)

ক. গ্লাস [glas]	গেলাস [gelas]
সূত্র: গলআস [glas]	গএলআস [gelas]
[ব্যব্যস্বব্য]	[ব্যস্বব্যস্বব্য]

গ. অন্ত্য স্বরাগম (Vowel Catathesis)

ক. কিস্ত্ [kist]	কিসতি [kisti]
সূত্র: কইসত [kist]	কইসতই [kisti]
[ব্যস্বব্যব্য]	[ব্যস্বব্যব্যস্ব]

সুতরাং, চাঁদপুরের উপভাষায় রূপমূলের আদি, মধ্য ও অন্ত্য সকলক্ষেত্রে স্বরাগমের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

২.১.৬. স্বরধ্বনিলোপ (Vowel Elision)

প্রমিত বাংলার ন্যায় চাঁদপুর জেলার উপভাষায় স্বরধ্বনির বিলুপ্তি বা স্বরলোপকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা :

ক. আদি স্বরলোপ (Aphensis);
খ. মধ্য স্বরলোপ (Syncope);
গ. অন্ত্য স্বরলোপ (Apocope);

ক. আদি স্বরলোপ (Aphensis) : রূপমূলের আদিতে বা প্রথমে স্বরধ্বনির বিলুপ্তি ঘটলে ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়মে তাকে আদি স্বরলোপ বলা হয়। বাংলা উপভাষাগুলোতে স্বরধ্বনির বিলুপ্তি খুব বেশি পরিলক্ষিত হয় না। চাঁদপুরের উপভাষাতে এই প্রবণতা রূপমূলের আদি, মধ্য ও অন্ত্য সকল ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। যথা :

ক.	চলিত শিষ্ট বাংলা	উপভাষার রূপমূল	স্বরলোপ
	আপত্তি[apotti]	পততি [pɔtti]	আ-স্বরলোপ

খ. মধ্য স্বরলোপ (Syncope):

চলিত শিষ্ট বাংলা	উপভাষার রূপমূল	স্বরলোপ
বোতল[botol]	বতল [bɔtol]	ও- স্বরলোপ
চড়ুই[crui]	চড়ই[cɔrɔi]	উ- স্বরলোপ

গ. অন্ত্য স্বরলোপ (Apocope):

চলিত শিষ্ট বাংলা	উপভাষার রূপমূল	স্বরলোপ
বরই[broi]	বোর [bor]	ই-স্বরলোপ

২.১.৭. অপিনিহিতি (Epenthesis) :

অপিনিহিতি ধ্বনি পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম বা প্রক্রিয়া। ভাষাবিজ্ঞানী মুহাম্মদ আব্দুল হাই[১৫]-এর মতে, বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলেই এই নিয়মের বহুল ব্যবহার রয়েছে। চাঁদপুর জেলার উপভাষায় অপিনিহিতির প্রভাব রয়েছে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	অপিনিহিতি
পড়ি [pori]	পইড়া [pɔira]
করি [kori]	কইরা [kɔira]
বসি [bosi]	বইসা [bɔisa]
রবিবার [robibar]	রইববার [rɔibbar]
বাড়িতে [barite]	বাইত [bait]

২.১.৮. স্বরধ্বনিসমূহের বৈপরীত্যের পরিচয় (ন্যূনতম রূপমূলজোড়- Chained Minimal Pair)

ধ্বনিসমূহের বৈপরীত্য নির্দেশিত হয়ে থাকে একটি ভাষা বা উপভাষার মূলধ্বনির উপস্থিতি থেকে। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা ধ্বনিমূল বিচারের ক্ষেত্রে এ ধারার উল্লেখ করেছেন।[১৬] যথা :

১. স্বরধ্বনির উচ্চতায় বৈপরীত্য, ও

২. জিহ্বা ও ঠোঁটের অবস্থানে বৈপরীত্য।

১. স্বরধ্বনির উচ্চতায় বৈপরীত্য

ক.	/অ/(ɔ)	/আ/(a)
	মধ্যে[mod^{h}d^{h}e]	মাইজে[maije]
	কাতল[katol]	কাতলা[katla]
খ.	/অ/(ɔ)	/উ/(u)
	লবণ[lɔbon]	নুন[nun]
	টক[tɔk]	চুয়া[cuya]
গ.	/অ/(ɔ)	/এ/(e)
	কলা[kɔla]	কেলা[kela]
ঘ.	/ই/(i)	/অ/(ɔ)
	কিছুক্ষণ[kic^{h}uk^{h}ɔn]	কতক্ষণ[kɔtɔkk^{h}n]
ঙ.	/ই/(i)	/এ/(e)
	বিককিরি[bikkiri]	বেচা[beca]
চ.	/এ/(e)	/আ/(a)
	মেরে[mere]	মাইরা[maira]
	জেলে[jele]	জাউল্লা[jaulla]
ছ.	/এ/(e)	/উ/(u)
	ছেলে[c^{h}ele]	হুলা[hula]

২. জিহ্বা ও ঠোঁটের অবস্থানের বৈপরীত্য :

ক.	/আ/(a)	/ও/(o)
	নৌকা[nouka]	নাও[nau]
খ.	/ও/(o)	/আ/(a)

	ভালো[valo]	ভালা[b^hala]
গ.	/ও/(o)	/উ/(u)
	গোসল[gosol]	গুসল[guc^hol]
	শোনা[s^hona]	হুনা[huna]
ঘ.	/ই/(i)	/ও/(o)
	ইঁদুর [idur]	ওদোর[odor]

২.১.৯. স্বরধ্বনির পরিবেশ বন্টন

চাঁদপুর জেলার উপভাষার স্বরধ্বনি বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো নিরূপিত হয়। যথা :

১. প্রমিত বাংলার সাতটি মৌলিক স্বরধ্বনির সবকয়টি এই উপভাষায় রয়েছে; তবে প্রয়োগভেদে স্বতন্ত্র বিদ্যমান; যথা : ইশান [isan] → আশান [asan], এখানে ই [i]র → আ [a]তে রূপান্তরিত হয়েছে। আবার এগুলো [egulo]→ ইজ্জারে [ijjare], এখানে এ[e]→ ই[i]তে পরিবর্তিত হয়েছে। উল্লেখ্য, উপভাষাটির প্রায় সবগুলো মৌলিক স্বরধ্বনির উচ্চারণ বৈচিত্র্য বিদ্যমান। আর এই বৈচিত্র্যগুলো চাঁদপুরের উপভাষাকে স্বকীয় করে তুলেছে।

২. চাঁদপুর জেলার উপভাষায় রূপমূলের আদি, মধ্য ও অন্ত্য সকলক্ষেত্রেই মৌলিক স্বরধ্বনিগুলোর ব্যবহার লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ /অ/(ɔ) ধ্বনির ব্যবহার দেখানো যেতে পারে। যথা : অয় (ɔy)→ (হয়), বাজেকতা (bajekɔta)→ (বাজেকথা), সুযুগ (sujug)→ (সুযোগ)। এখানে অর্থ অভিন্ন হলেও রূপমূলে ব্যবহারের ক্ষেত্রে উচ্চারণ ও বানানে প্রমিত বাংলার পৃথক রূপ পরিলক্ষিত হয়।

৩. উপভাষাটিতে নিয়মিত ও অনিয়মিত দ্বি-স্বরধ্বনি ব্যতীত স্বতন্ত্র কিছু দ্বি-স্বরধ্বনির প্রয়োগ দেখা যায়, যেগুলোকে এই উপভাষার নিজস্ব দ্বি-স্বরধ্বনি বলা যেতে পারে। যথা :

ক. ই – আ (i-a); খ. আ – আ (a-a); গ. অ – ই (ɔ-i) ইত্যাদি। উল্লিখিত দ্বিস্বরধ্বনিগুলোর প্রয়োগ চাঁদপুর জেলার উপভাষার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য।

৪. উপভাষাটিতে সহধ্বনির ক্ষেত্রেও প্রমিত বাংলার অনুরূপ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে মৌলিক স্বরধ্বনিগুলোর প্রতিটিরই দুটি করে সহধ্বনি রূপমূলের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়ে থাকে। তবে সেখানে অর্থে অভিন্নতা সত্ত্বেও উচ্চারণ ও বানানের ক্ষেত্রে ভিন্নতা লক্ষণীয় যথা : /আ/(a) - দুটি সহধ্বনি : আঁতুর [atur] → আতোর[ator], কতা [kɔta] → কথা [kɔt^ha]

৫. চাঁদপুর জেলার উপভাষায় স্বরসঙ্গতির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উপভাষাটিতে রূপমূলের আদি, মধ্য ও অন্ত্য সকলক্ষেত্রেই একটি স্বরধ্বনি অন্য স্বরধ্বনিকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত

করছে। যথা: ইশারা[isara] → আশারা[asara], এখানে পরবর্তী স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে প্রভাবিত করে পরিবর্তন করেছে। আবার পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির পরবর্তী স্বরধ্বনিকে পরিবর্তন করতেও দেখা যায়; যথা : ডালা[dala]→ ডালি[dali] ইত্যাদি।

৬. উপভাষাটিতে রূপমূলের আদি, মধ্য ও অন্ত্য সকলক্ষেত্রে স্বরাগম-এর প্রয়োগ দেখা যায়। তবে রূপমূলের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বরাগমের ব্যবহার প্রমিত বাংলা থেকে উপভাষাটিকে স্বতন্ত্র করেছে। উদাহরণের সাহায্যে পরিবর্তনগুলো দেখানো হলো; যথা : স্পর্ধা [spord^{h}a]→ আসপদদা [aspodda], ক্লাস [klas]→কিলাস [kilas], বেঞ্চ [benc]→বেঞ্চি[benci] ইত্যাদি।

২.২. ব্যঞ্জনধ্বনি

২.২.১. ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থান : চাঁদপুর জেলার ভাষায় প্রচলিত ব্যঞ্জনধ্বনির তালিকা :

	ওষ্ঠ্য	দন্ত্য	দন্তমূলীয় মূর্ধন্য	পশ্চাৎ দন্তমূলীয়	দন্তমূলীয়	প্রশস্ত দন্তমূলীয় তালব্য	জিহ্বামূলীয়	কণ্ঠমূলীয়
স্পৃষ্টধ্বনি অঘোষ অল্পপ্রাণ	প (p^{hh}_{h})	ত(t)	ট(t)			চ(c)	ক (k)	
স্পৃষ্টধ্বনি অঘোষ মহাপ্রাণ	ফ (p^{hh}_{hh})	থ(t^{h})	ঠ(t^{h})			ছ(c^{h})	খ(k^{h})	
স্পৃষ্টধ্বনি ঘোষ অল্পপ্রাণ	ব(b)	দ(d)	ড(d)			জ(j)	গ(g)	
স্পৃষ্টধ্বনি ঘোষ মহাপ্রাণ	ভ (b^{h})	ধ (d^{h})	ঢ(d^{h})				ঘ(g^{h})	
নাসিক্য ঘোষ ধ্বনি	ম (m)	ন (n)					ঙ(n)	
শিষধ্বনি অঘোষ অল্পপ্রাণ				শ(s^{h})	স(s)			
শিষধ্বনি ঘোষ				য়(ý)				

অল্পপ্রাণ								
শিষধ্বনি ঘোষ মহাপ্রাণ								হ(h)
পার্শ্বিক ঘোষ মহাপ্রাণ				ল(l)				
কম্পনজাত ঘোষ অল্পপ্রাণ				র(r)				
তাড়নজাত ঘোষ অল্পপ্রাণ				ড়(r)				

ছক ৩: ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ স্থান

চাঁদপুর জেলার উপভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, রূপমূলের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধ্বনিগুলো সমানভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে উপভাষাটিতে বেশকিছু ধ্বনির অনুপস্থিতিও লক্ষণীয়। পরিবর্তিত ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহার উদাহরণের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হলো : নাসিক্যধ্বনি /ঞ/(n)/,ণ/(n)-এর ব্যবহার উপভাষাটির রূপমূলে লক্ষণীয় নয়। সেক্ষেত্রে পরিবর্তিত ধ্বনি হলো: /ঞ/(n)-/য়/(y)→ মিঞা [mina] → মিয়া [miya], /ণ/(n)- /ন/(n)→ শ্রাবণ[s^hrabon] →শাওন[s^haon]।

এছাড়াও উষ্মধ্বনির ক্ষেত্রে /শ/(s^h), /স/(s) ব্যবহার থাকলেও /ষ/(s) ধ্বনিটির অনুপস্থিতি রয়েছে। যথা : পৌষ → পইশ[pɔis^h], এছাড়াও /স/(s) ধ্বনিটি /ছ/(c^h) ধ্বনিতে পরিবর্তিত হতেও দেখা গেছে; যথা: সালাম [salam]→ছালাম [c^halam]। এ উপভাষায় /ঢ়/(r) ধ্বনিটি /ড়/(r) তে পরিবর্তিত হতে দেখা যায়; যথা : আষাঢ় [asar]→আশাড়[as^{h}ar]। প্রমিত কথ্য বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে উল্লিখিত পার্থক্যগুলো ছাড়া সকলক্ষেত্রে অভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

২.২.২. ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহার : চাঁদপুরের উপভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহার প্রমিত কথ্য বাংলা থেকে স্বতন্ত্র।

নিম্নে এ উপভাষার ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থানগত বিবরণ প্রদত্ত হলো :

অঘোষ অল্পপ্রাণ জিহ্বামূলীয় স্পৃষ্ট /ক/(k):

আদিতে মধ্যে শেষে

কতা[kɔta] (কথা) এ্যাককানে [ækkane](এক জায়গায়) চারকি [carki](চাকরি)

কইরতো[koirto] (করতাম) পুস্কুনি[puskuni] (পুকুর) মিরকা[mirka] (মৃগেল)

কইরা[koira] (করে) পাইঙকাস[paiŋkas] (পাঙ্গাস) মুক[muk] (মুখ)কাডে[kade] (কাটে)

হাক [hak](শাক)

উপাত্ত বিশ্লেষণ : রূপমূলের আদি, মধ্য, অন্ত্য সকলক্ষেত্রে অঘোষ অল্পপ্রাণ জিহ্বামূলীয় স্পৃষ্ট /ক/(k) চলিত শিষ্ট বাংলার ন্যায় চাঁদপুর জেলার উপভাষায় ব্যবহৃত হয়।

অঘোষ মহাপ্রাণ জিহ্বামূলীয় স্পৃষ্ট /খ/(k^h):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
খেল[k^hela] (খেয়াল)	রাইখেন [raik^{h}en](রাখেন)	খাবাইয়া[k^habaiya] (খাওয়া)

উপাত্ত বিশ্লেষণ : এ উপভাষায় রূপমূলের শুরুতে ও মাঝে /এ/(e), /আ/(a) যুক্ত অঘোষ মহাপ্রাণ জিহ্বামূলীয় স্পৃষ্ট /খ/(k^h) ধ্বনি চলিত শিষ্ট বাংলার অনুরূপ ব্যবহৃত হলেও রূপমূলের শেষে এর প্রয়োগ দেখা যায় না। এক্ষেত্রে উপভাষাটি অল্পপ্রাণ ধ্বনির বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে।

অল্পপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্ট জিহ্বামূলীয় /গ/(g)

আদিতে	মধ্যে	শেষে
গিরস্তি[girsti] (গৃহস্থ)	সাইরগা[sairga] (সরে গেছে)	লগে[lɔge] (সাথে)
গর [gɔr](ঘর)	মইরগা [mɔirga](মারা যাওয়া)	আওগ্গ[aoggɔ] (আমাদের)
গাচ[gac] (গাছ)		বাগগা[bagga] (ছাটাই করা)

উপাত্ত বিশ্লেষণ : এ উপভাষায় রূপমূলের আদি, মধ্য ও অন্ত্যে অবস্থিত /ই/(i), /আ/(a), /অ/(ɔ), /এ/(e) যুক্ত অল্পপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্ট জিহ্বামূলীয় /গ/(g) চলিত শিষ্ট ভাষার অনুরূপ হয়ে থাকে।

মহাপ্রাণ ঘোষ প্রশস্ত দন্তমূলীয় স্পৃষ্ট /ঘ/(g^h):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
ঘুরাইয়া[g^huraiya] (ঘুরিয়ে)	রসিঘর[rɔsig^{h}ɔr] (রান্নাঘর)	x
ঘনকথা[g^hɔnɔkotha] (বেশি কথা)		

উপাত্ত বিশ্লেষণ : চাঁদপুর জেলার উপভাষায় রূপমূলের শুরুতে ও মধ্যে /উ/(u), /অ/(ɔ)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত মহাপ্রাণ ঘোষ প্রশস্ত দন্তমূলীয় স্পৃষ্ট /ঘ/(g^h) চলিত শিষ্টের ন্যায় ব্যবহৃত হয়।

তবে এ উপভাষায় রূপমূলের শেষে /ঘ/(g^h) ধ্বনির ব্যবহার নেই। এখানে উপভাষাটিতে অল্পপ্রাণতার বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

অল্পপ্রাণ অঘোষ প্রশস্ত দন্তমূলীয় স্পৃষ্ট /চ/(c):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
চাচতো [cacato](চাচাতো)	কাচকি [kacki](মলা মাছ)	বেচে[bece](বিক্রি করে)
চাইর [cair](চার)	ধানচালঅইন [d^hancalɔin](ধান চালনি)	মাচ[mac] (মাছ)
চাইল [cail](চাল)	চামিচ[camic] (চামচ)	
চুয়া [cuya](টক)	এলিচা[elica](হেলেঞ্চা)	

উপাত্ত বিশ্লেষণ : চাঁদপুর জেলার উপভাষায় রূপমূলের শুরুতে ব্যবহৃত অল্পপ্রাণ অঘোষ প্রশস্ত দন্তমূলীয় স্পৃষ্ট /চ/(c) চলিত শিষ্টের অনুরূপ উচ্চারিত হলেও মাঝে /চ/(c) ধ্বনির উচ্চারণ ক্ষীণ হয়ে যায়। এটি উপভাষাটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

মহাপ্রাণ অঘোষ প্রশস্ত দন্তমূলীয় স্পৃষ্ট /ছ/(c^h):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
ছালুন[c^halun] (তরকারি)	আছিল[ac^hil] (ছিল)	মুইছা[$muic^h$a] (মুছে)
ছাতিম[c^hatim](টাকি)	গেছিগা[gec^higa](গেছে)	কইচ্ছে[kɔicc^he] (করেছে)
গুছলাঘর[guc^hlag^hɔr](গোয়াল ঘর)	অইছে [ɔic^he](হয়েছে)	
কছুয়[kɔc^huy] (কচুয়া)	মিছা[mic^ha] (মিথ্যা)	

উপাত্ত বিশ্লেষণ : এ উপভাষায় রূপমূলের আদি, মধ্য ও অন্ত্যে অবস্থিত /ছ/(c^h)ধ্বনি /আ/(a), /ই/(i), /এ/(e)-এর সাথে সংযুক্ত অবস্থায় চলিত শিষ্ট বাংলার ন্যায় উচ্চারিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উপভাষাটিতে মহাপ্রাণতার লক্ষণ দেখা যায়।

অল্পপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্ট প্রশস্ত দন্তমূলীয় /জ/(j):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
জলপই [jɔlpoi](জলপাই)	বাজান[bajan] (বাবা)	হাজা[haja] (সম্মিলিত)
জরম [jɔrom](জন্ম)	বুইজ্জেন্নি [buijjenni](বুঝেছেন)	কাদিজা[kadija] (খাদিজা)
জাগুর [jagur](মাগুর)	মেজেজানি[mejejani](মেজবানি)	
জাগা [jaga](জায়গা)		

উপাত্ত বিশ্লেষণ : উপভাষাটির /জ/(j) ধ্বনি /আ/(a), /অ/(ɔ), /উ/(u), /এ/(e)-ইত্যাদির সাথে যুক্ত অবস্থায় চলিত শিষ্ট বাংলার অনুরূপ ব্যবহৃত হয়।

মহাপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্ট প্রশস্ত দন্তমূলীয় /ঝ/(j^h):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
ঝি [j^hi](মেয়ে)	X	মাইঝে [maij^{h}e] (মধ্যে)

উপাত্ত বিশ্লেষণ : এ উপভাষায় /ঝ/(j^h) ধ্বনিটি কেবল রূপমূলের শুরুতে চলিত শিষ্টের অনুরূপ ব্যবহৃত হয়, মাঝে ও শেষে পরিলক্ষিত হয় না। এক্ষেত্রে উপভাষাটিতে অল্পপ্রাণতার লক্ষণ পরিদৃষ্ট।

অল্পপ্রাণ অঘোষ দন্তমূলীয় মূর্ধন্য স্পৃষ্ট /ট/(t):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
টিকেট[tiket] (ক্রিকেট)	লেপটিন [leptin](টয়লেট)	ডাট[dat] (মজবুত)
টাইন্না [tainna](টেনে)	রাতটারি [rattari](রাতের বেলা)	ফাট [p^{h}at](পাট)
টেয়া[teya] (টাকা)		হেটা [heta](সেটি)

উপাত্ত বিশ্লেষণ : চাঁদপুর জেলার উপভাষায় রূপমূলের সকলক্ষেত্রে /ই/(i), /আ/(a), /এ/(e), /অ/(ɔ)-এর সাথে যুক্ত /ট/(t)ধ্বনিটি চলিত শিষ্ট বাংলার মতোই উচ্চারিত হয়ে থাকে।

মহাপ্রাণ অঘোষ দন্তমূলীয় মূর্ধন্য স্পৃষ্ট /ঠ/(t^h):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
ঠিকি [t^hiki](সঠিক)	X	পিঠা[pit^{h}a] (পিঠা)

উপাত্ত বিশ্লেষণ : এ উপভাষায় রূপমূলের শুরুতে ও শেষে /ঠ/(t^h) চলিত বাংলা ভাষার অনুরূপ উচ্চারিত হয়ে থাকে। তবে মাঝের /ঠ/(t^h)-এর উচ্চারণ হ্রস্ব হওয়ায় ধ্বনিটি মহাপ্রাণতা হারায়।

অল্পপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্ট ধ্বনি /ড/(d):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
ডুল্লার [dullar](লাল)	কাডুল[kadul] (কাঠাল)	আণ্ডা [anda](আমরা)
ডুম্বুর [dumbur](ডুমুর)	আডুইন্না [aduinna](হাঁটা)	ভেন্‌ডি [vendi](ঢেঁড়শ)
ডিয়া[diya] (বাছুর)	হিডানো[hidano] (পিটানো)	বেডি [bedi](মহিলা)

উপাত্ত বিশ্লেষণ : এ উপভাষায় রূপমূলের আদিতে ও শেষে /ড/(d) ধ্বনির উচ্চারণ অপরিবর্তিত থাকলেও মাঝে /ড/(d) উচ্চারণ সংক্ষিপ্ত শোনা যায়।

অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্ট ধ্বনি /ত/(t):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
তোগো[togo] (তাদের)	হেতারা [hetara](তারা)	কিতা[kita] (কি)

ত্যাল[tæl](তেলাপিয়া) হাইতান [haitan](পাবে) কইতে [kɔite](বলতে)

তুয়ান [tuyan](তুফান বতল[bɔtol](বোতল) রুইত[ruit] (রুই মাছ)

উপাত্ত বিশ্লেষণ : চাঁদপুর জেলার উপভাষায় ব্যবহৃত /ত/(t) ধ্বনিটি রূপমূলের সকলক্ষেত্রে চলিত বাংলার অনুরূপ হয়ে থাকে।

অল্পপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্ট ধ্বনি /দ/(d):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
দজি[doji](খুন্তি)	বদিল্লা[bɔdilla] (বদলা)	চান্দ [candɔ](চাঁদ)
দুয়া [duya](দোয়া)		

উপাত্ত বিশ্লেষণ : এ উপাভাষায় ব্যবহৃত /দ/(d) ধ্বনিটি রূপমূলের সকলক্ষেত্রে চলিত ভাষার অনুরূপ।

মহাপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্ট ধ্বনি /ধ/(d^h):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
ধইন্না [d^hɔinna](ধনেপাতা)	x	x
ধইরা [d^hɔira](ধরে)		

উপাত্ত বিশ্লেষণ : এ উপভাষায় ব্যবহৃত /ধ/(d^h) ধ্বনিটি রূপমূলের শুরুতে ব্যবহৃত হলেও মাঝে, শেষে বিলুপ্ত কিংবা পরিবর্তিতরূপে প্রয়োগ হয়। এখানে উপভাষাটিতে অল্পপ্রাণতার প্রভাব পরিলক্ষিত।

অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্ট ওষ্ঠ্য ধ্বনি /প/(p):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
পাতাকফি [patakɔp^hi](বাঁধাকপি)	হাকপান [hakpan](পাশন)	হাপ্পা [happa](পেঁপে)
পাকঘর[pakg^hɔr] (রান্নাঘর)	পাত্তিসাপটা[pattisapta](পাটিশাপটা)	হাপ [hap](সাপ)
পুষ্কনি [puskɔni](পুকুর)		
পালা[pala] (পিলার)		

উপাত্ত বিশ্লেষণ : এ উপভাষার অনেকক্ষেত্রে /প/(p) ধ্বনিটি চলিত শিষ্ট বাংলার অনুরূপ উচ্চারিত হয়।

মহাপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্ট ওষ্ঠ্য ধ্বনি /ফ/(p^h):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
ফাট [p^hat](পাট)	বাফের[bap^{h}er] (বাপের)	কফি[kɔp^{h}i] (কপি)

ফরাগ [p^hɔrag](পাঞ্জাবি) কাফড় [kap^{h}or](কাপড়)

উপাত্ত বিশ্লেষণ : উপভাষাটিতে ব্যবহৃত /ফ/(p^h) ধ্বনিটি রূপমূলের আদি, মধ্য, অন্ত্য সকলক্ষেত্রে /প/(p) রূপে পরিবর্তিত হয়। উল্লেখ্য, উপভাষাটিতে /প/(p) ধ্বনির স্থলে /প/(p) ব্যবহৃত হওয়ার পাশাপাশি /ফ/(p^h) ব্যবহারের প্রবণতাও পরিলক্ষিত হয়। এই উপভাষায় মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রভাবের সূত্রটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্ট ওষ্ঠ্য ধ্বনি /ব/(b):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
বত [bɔt](ভাত)	হবরে [hɔbore](তাড়াতড়ি)	জিব[ji:b](জিহ্বা)
বেয়ান [beyan](সকাল)	ডেরাইবার [deraibar](ড্রাইভার)	হিবা [hiba](গরুর খাবার পাত্র)
বাইয়ুন [baiyun](বেগুন)	হাবুল[hablu] (পেঁপে)	পাইনজাবি [painjabi](পাঞ্জাবি)
ব্যাকে[bæke] (সবাই)	তবন[tɔbɔn] (লুঙ্গি)	
বালা [bala](ভালো)		

উপাত্ত বিশ্লেষণ : উপভাষাটিতে রূপমূলের সকলক্ষেত্রে /ব/(b) ধ্বনির ব্যবহার চলিত শিষ্ট বাংলার ন্যায় হয়ে থাকে।

অল্পপ্রাণ নাসিক্য ঘোষ ওষ্ঠ্য ধ্বনি /ম/(m):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
মাগ [mag](মাঘ)	কুমোড় [kumor](কুমড়া)	ছালম[c^halɔm] (তরকারি)
মেগনি [megni](মেহগনি)	হামুক [hamuk](শামুক)	উরুম [urum](মুড়ি)
মৌ [mu](ঝোল)	আমাগো [amago](আমাদের)	হারুম [harum](পারব)

উপাত্ত বিশ্লেষণ : এ উপভাষার রূপমূলের প্রতিটি ক্ষেত্রে /ম/(m) ধ্বনির ব্যবহার চলিত শিষ্ট বাংলার অনুরূপ।

অল্পপ্রাণ কম্পনজাত দন্তমূলীয় /র/(r):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
রাইত [rait] (রাত)	মুরকা[murka] (মুরগী)	হুরি [huri](শুটকি)
রাখি [rak^{h}i](রেখে)	কুরমা [kurma](কুমড়া)	ডুম্বুর [dumbur](ডুমুর)

উপাত্ত বিশ্লেষণ : এ উপভাষায় রূপমূলের শুরুতে ও শেষে /র/(r)-এর উচ্চারণ চলিত শিষ্টের ন্যায় হলেও মাঝের উচ্চারণ হ্রস্ব হয়।

পার্শ্বিক ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্যধ্বনি /ল/(l):

আদিতে	মধ্যে	শেষে

লামানো [lamano](নামানো)	ছালুন [c^{h}alun](তরকারি)	হেলা[hela] (খেলা)
লাইল [lail](আইল)	হালং [haln](পালং)	কেলা[kela] (কলা)
লেপটিন [leptin](টয়লেট)	হগল [hɔgol](সকল)	ডাইল [dail](ডাল)

উপাত্ত বিশ্লেষণ : উপভাষাটিতে রূপমূলের সকলক্ষেত্রেই /ল/(l) ধ্বনির প্রয়োগ থাকলেও মাঝে /ল/(l) ধ্বনিটি ক্ষীণভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে। আবার কখনো কখনো /ল/(l) ধ্বনি /ন/(n) রূপেও উচ্চারিত হয়।

ঘোষ নাসিক্য দন্তধ্বনি /ন/(n):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
নুন [nun](লবন)	আনছত [anc^{h}ɔt](এনেছিস)	হেন [hen](ভাতের মাড়)
নাঠা[nat^{h}a] (চতুর)	ঘনকতা[g^{h}ɔokɔt^{h}a] (বেশি কথা)	কেন্নে [kenne](কীভাবে)

উপাত্ত বিশ্লেষণ : এ উপভাষায় রূপমূলের প্রথমে ও শেষে অবস্থিত /ন/(n) ধ্বনির উচ্চারণ চলিত শিষ্ট বাংলার ন্যায়। তবে মাঝে অবস্থিত /ন/(n)-এর উচ্চারণ সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। আবার /ন/(n) ধ্বনি অনেক সময় এ উপভাষায় /ল/(l) রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে।

২.২.৩. অল্পপ্রাণ ধ্বনি :

প্রমিত বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহের অন্যতম অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হলো অল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতা; যা উপভাষাগুলোর ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। তবে চাঁদপুরের উপভাষায় মহাপ্রাণ ধ্বনির পাশাপাশি অল্পপ্রাণ ধ্বনির প্রভাব পরিলক্ষিত। উপভাষাটিতে রূপমূলের আদি, মধ্য, অন্ত্য সকলক্ষেত্রেই এই অল্পপ্রাণতার বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। যথা :

রূপমূলের আদিতে :

চলিত শিষ্ট বাংলা	উপভাষার রূপমূল
ফাল[p^{h}al]	পাল[pal]
ফালা[p^{h}ala]	পালা[pala]
ঘড়ি [g^{h}ori]	গড়ি[gori]
ছেলে[c^{h}ele]	হোলা[hola]
খালি [k^{h}ali]	কালি[kali]
ফাগুন [p^{h}aun]	হাগুন[hagun]
কাছের মানুষ [kac^{h}er manus]	কাচের মানুষ[kacer manus]
পিঠা[pit^{h}a]	পিডা[pida]
কাছে [kac^{h}e]	কাচে[kace]

মেরেছে [merec^{h}e]	মাইচ্চে[maicce]
শিক্ষা [sikk^{h}a]	হিক্কা[hikka]

২.২.৪. ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবেশ বণ্টন

১. বাংলা বর্ণমালার প্রায় সবগুলো ব্যঞ্জনধ্বনি চাঁদপুর জেলার উপভাষায় পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। তবে /ড়/(r) কখনো কখনো /র/(r) রূপে উচ্চারিত হয়। এছাড়া /ঢ়/(r)-এর স্থলে /ড়/(r)-এর প্রয়োগ ঘটে। যথা: আষাঢ় (asar) → আষাড় (asar) ইত্যাদি।

২. উপভাষাটিতে /ঝ/(j^{h}), /ঠ/(t^{h}) ও /ধ/(d^{h}) রূপমূলের শুরুতে অপরিবর্তিত থাকলেও মধ্যে, শেষে মহাপ্রাণতা লোপ পেতে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে চাঁদপুরের উপভাষায় রূপমূলের মাঝে ও শেষে /ঝ/(j^{h}), /ঠ/(t^{h}) ও /ধ/(d^{h}) ধ্বনিগুলো মহাপ্রাণতা হারায়।

৩. এ উপভাষায় /প/(p) ব্যঞ্জনধ্বনি রূপমূলে প্রয়োগকালে অনেকক্ষেত্রে /ফ/(p^{h}) রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার কখনো /ফ/(p^{h}) → /প/(p) রূপেও পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। যথা : পাতা(pata)→ ফাতা (p^{h}ata), ফাল(p^{h}al) → পাল (pal)।

৪. জেলাটিতে /হ/(h) ধ্বনিটি রূপমূলে ব্যবহারের ক্ষেত্রে /য়/(y) আবার কখনো /অ/(ɔ) রূপে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য রূপমূলের শুরুতে /হ/(h) থাকলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে /অ/(ɔ) হয়; যথা: হাঁস (has) → আঁস (as) এবং মধ্যে অবস্থিত /হ/(h), /য়/(y) রূপে পরিবর্তিত হয়ে থাকে; যথা: বেহাল (behal) → বেয়াল (beyal)।

৫. 'চাঁদপুর জেলার উপভাষা'য় ব্যবহৃত /ল/(l) ও /ন/(n) ধ্বনি দুটি রূপমূলে প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেকসময় পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে থাকে। যথা: /ল/(l) → /ন/(n) তে রূপান্তরিত হয়। আবার কখনো /ন/(n) → /ল/(l) তে পরিবর্তিত হয়। যথা: লবন (lɔbɔn) → নুন (nun), নল (nɔl) → লল(lɔl)।

৬. এই উপভাষাটিতে অল্পপ্রাণ ধ্বনির আধিক্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। যথা : ঘড়ি (g^{h}ori) →গড়ি (gɔri)। তবে অনেকসময় মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রয়োগও লক্ষণীয়। যথা : পতাকা (pɔtaka) → ফতাকা (p^{h}ɔtaka)

৭. চাঁদপুর জেলার উপভাষায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ভেঙে উচ্চারিত হয় আবার কখনো কখনো সংযুক্ত অবস্থায়ও উচ্চারিত হতে দেখা যায়; যথা: ভেঙ্গে (b^{h}enge) → ভাঙ্গি (b^{h}angi)। এ উপভাষাটিতে সংযুক্ত বর্ণের সরলীকরণ হতেও দেখা যায়; যথা: কৃপণ (kripɔn) → কিপটা(kipta)।

৮. শিষধ্বনি /শ/(s^{h}), /ষ/(s), /স/(s)-এর ক্ষেত্রে উপভাষাটির উচ্চারণে কেবল /শ/(s^{h}) ও /স/(s) ধ্বনির ব্যবহার হয়ে থাকে। এ উপভাষায় /ষ/(s) ধ্বনিটিকে স্বতন্ত্ররূপে ব্যবহার করতে দেখা যায় না।

৩. প্রাপ্ত ফলাফল

আলোচ্য গবেষণা থেকে প্রাপ্ত চাঁদপুর জেলার উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য নিম্নরূপ :

ক. 'চাঁদপুর জেলার উপভাষা'য় প্রমিত বাংলার সকল মৌলিক স্বরধ্বনির ব্যবহার রয়েছে, তবে প্রয়োগভেদে স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। যথা : প্রমিত কথ্য বাংলার /অ/(ɔ) স্বরধ্বনি /উ/(u), /ও/(o), /আ/(a) রূপে আবার কখনো /এ/(e) স্বরধ্বনি /এ্যা/(æ), /ও/(o), /আ/(a) রূপে উচ্চারিত হতে দেখা গেছে। এছাড়াও প্রায় প্রতিটি মৌলিক স্বরধ্বনির স্বতন্ত্র প্রয়োগ উপভাষাটিতে পরিলক্ষিত হয়েছে। যথা : কসাই →কুসাই(kusai), এসেছি → আসছি(asc^hi) ইত্যাদি।

খ. 'চাঁদপুর জেলার উপভাষা'য় প্রমিত কথ্য বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো বিদ্যমান রয়েছে, কেবল /ঢ়/(r) ধ্বনিটি /ড়/(r) আবার কোথা-কোথা /র/(r) রূপে উচ্চারিত হতে দেখা গেছে। এছাড়াও নাসিক্যধ্বনি ও উষ্মধ্বনির সবগুলো এ উপভাষায় লক্ষণীয় নয়।

গ. এ উপভাষায় প্রমিত কথ্য বাংলার দ্বিস্বরধ্বনি ও সহধ্বনি ছাড়াও স্বরসঙ্গতি, স্বরাগম, ধ্বনিলোপ, অপিনিহিতি ইত্যাদির প্রভাব পরিলক্ষিত। এগুলো বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'বাঙালি উপভাষা'র অন্তর্গত 'ঢাকাই উপভাষা'[১৭] ও 'কুমিল্লার উপভাষা'র[১৮] সাথে সাদৃশ্য দেখা গেছে।

ঘ. চাঁদপুর জেলার উপভাষায় অল্পপ্রাণ ধ্বনির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এক্ষেত্রে 'বাঙালি উপভাষা'র অন্তর্ভুক্ত 'কুমিল্লার উপভাষা'[১৯]তে মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রভাব থাকায় বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়। আবার 'গৌড়ীয় উপভাষা'[২০] ও 'পাবনার উপভাষা'[২১] সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

ঙ. চাঁদপুর জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপভাষায়, একটি রূপমূল উপজেলাভেদে ভিন্ন-ভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে; অর্থাৎ অর্থ অভিন্ন হলেও রূপমূলের ক্ষেত্রে অনেক সময় স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত। মূল গবেষণায় এই সকল রূপমূলের স্বাতন্ত্র্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যথা : 'বাছুর' রূপমূলটিকে চাঁদপুর জেলার তিনটি উপজেলায় স্বতন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে।

'চাঁদপুর জেলার উপভাষা: ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ' শিরোনামের গবেষণাটি চাঁদপুরের ঐতিহাসিক অবস্থান নির্ধারণ ও নিজস্ব শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে ধারণা করা যায়।

৪. উপসংহার

সবশেষে পূর্ববর্তী গবেষকবৃন্দের পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং মাঠকর্ম থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, চলিত শিষ্ট বাংলার মৌলিক স্বরধ্বনি সাতটি চাঁদপুর জেলার উপভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে এদের মধ্যে /আ/(a), /এ/(e), /উ/(u)-এর অধিক ব্যবহার উপভাষাটিতে লক্ষণীয় এবং /অ/(ɔ) এর ব্যবহার স্বল্প। এছাড়াও প্রমিত বাংলার উনচল্লিশটি ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে ত্রিশটির ব্যবহার উপভাষাটিতে দেখা যায়। এই ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো রূপমূলের আদি, মধ্য ও অন্ত্য সকলক্ষেত্রে সমানভাবে ব্যবহার হয় না, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। রূপমূলের শুরুতে কিছু ধ্বনি ব্যবহৃত হলেও মধ্য, অন্ত্যে ব্যবহার হয় না কিংবা পরিবর্তিত রূপ

ধারণ করে। আবার কিছু ক্ষেত্রে রূপমূলের প্রথমে ও শেষে প্রমিত বাংলার অনুরূপ ব্যবহার দেখা গেলেও মাঝে উচ্চারণ বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়; অর্থাৎ মাঝে ধ্বনিটির হ্রস্ব উচ্চারণ হয়। এছাড়াও উপভাষাটিতে মহাপ্রাণ ধ্বনির পাশাপাশি অল্পপ্রাণ ধ্বনির প্রভাব লক্ষণীয়। তবে রূপমূলে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক ধ্বনিই মহাপ্রাণতা হারিয়েছে। উপভাষাটিতে সমীভবনের প্রভাব পরিলক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি ধ্বনি বিপর্যয়ের লক্ষণও পরিদৃষ্ট হয়। সর্বোপরি বলা যায়, প্রমিত বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য ধারণ সত্ত্বেও উপভাষাটির ধ্বনিতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকত্ব বিদ্যমান, যা উপভাষাটিকে চট্টগ্রাম বিভাগের অপরাপর জেলা থেকে স্বতন্ত্র মৌলিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ভাষা হিসেবে প্রতীয়মান করে তুলেছে।

তথ্যনির্দেশ

১ সুকুমার সেন, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, কলকাতা: ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৭১, পৃ. ১৭৬
২ শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা চাঁদপুর*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৪, পৃ.৩১
৩ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ.১৫৫
৪ মুহম্মদ আবদুল হাই, *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব*, ঢাকা: বর্ণ মিছিল, ১৯৭৫, পৃ. ১৩
৫ মুহম্মদ আবদুল হাই, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪
৬ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ.২৩০
৭ আবদুর রহীম খোন্দকার, 'গৌড়ীয় উপভাষা', *সাহিত্যিকী*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা: শরৎ-বসন্ত, ১৮শ বর্ষ, ১৩৮৮, পৃ. ১৬৭
৮ মুহম্মদ আবদুল হাই, 'ঢাকাই উপভাষা', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, *সাহিত্য পত্রিকা*, সংখ্যা: প্রথম, হীরক জয়ন্তী, পঞ্চবিংশ বর্ষ, ১৩৮৮, পৃ. ২৪৭
৯ শ্যামল কান্তি দত্ত, *সিলেটের উপভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৮, পৃ. ১০০
১০ রামেশ্বর 'শ, *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৮, পৃ. ৪৮৪
১১ তসলিমা পারভীন, *পাবনার উপভাষা*, ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, ২০০৯, পৃ. ৩৬
১২ রামেশ্বর 'শ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৮
১৩ তসলিমা খাতুন, 'কুমিল্লার উপভাষা: ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ', কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, *কলা ও মানবিক অনুষদ জার্নাল*, সংখ্যা: ১, ২০১৬, পৃ. ২২২
১৪ পি. এম. সফিকুল ইসলাম, *বরেন্দ্রী উপভাষা*, ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, ২০০৯, পৃ. ১১৬
১৫ মুহম্মদ আবদুল হাই, 'ঢাকাই উপভাষা', পৃ. ২৪৭
১৬ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮
১৭ মুহম্মদ আবদুল হাই, 'ঢাকাই উপভাষা', পৃ. ২৪৭
১৮ তসলিমা খাতুন, 'কুমিল্লার উপভাষা: ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ', পূর্বোক্ত, পৃ. ২২২
১৯ তসলিমা খাতুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২২
২০ আবদুর রহীম খোন্দকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭
২১ তসলিমা পারভীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯